দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 SEP 1988
পৃষ্ঠা 15 কলাম 3



# শিক্ষাঙ্গন

## ফরিদাবাদ বিদ্যালয়ের সমস্যা

পুরানো ঢাকার পোস্তগোলা-সূত্রাপুর সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে ফরিদাবাদ উচ্চ বালক-বালিকা বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিদ্যালয়টি পুরানো ঢাকায় অবস্থিত অন্যান্য বিদ্যালয়ের চেয়ে অন্যতম। ১৯৮৮ সালে স্কুলের শতকরা ৫৬.০৪% জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অতীতে শতকরা ৯৫% জন ছাত্র-ছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার রেকর্ড আছে। প্রতি বছর স্কুল হতে ২/৩ জন ছাত্র-ছাত্রী জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে স্কুলটি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে তার অতীতের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত এই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬শ'। দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট স্কুলটির বর্তমানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক। সরকারী অনুদান ব্যতীত আর্থিক উপার্জনের একমাত্র পথ ছাত্র বেতন। দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই পূর্ণ বেতন দিতে অক্ষম বিধায় তারা বিনা বেতনে কিংবা অর্ধ বেতনে লেখাপড়া করে থাকে। ফলে বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান শিক্ষা অনিবার্য। কিন্তু বিদ্যালয়ে নামে মাত্র বিজ্ঞানাগারটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সুষ্ঠুভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে না।

বিদ্যালয়ে নামাজ পড়ার কোন স্থান না থাকায় ছাত্র-শিক্ষকদের হয় সূত্রাপুর জামে মসজিদ নতুবা ফরিদাবাদ জামে মসজিদে ছুটতে হয়। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিদ্যালয় বরাবরই সুনাম রেখে আসছে। স্কুলের নিজস্ব মাঠ না থাকায় ধুপখোলা মাঠ অথবা জগন্নাথ কলেজের মাঠে ধরনা দিতে হয়।

এছাড়া স্কুলে প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামও নেই। প্রতি বছর জেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে খেলাধুলার ছাত্ররা ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে আসছে। এমনকি "ইন্টার স্কুল" ফুটবল পর্যায়ে পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে হ্যাট্রিক করার গৌরবরও এই স্কুলের আছে।

তবে অর্থনৈতিক সহায়তা ও স্কুলের নিজস্ব মাঠ পেলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর বিনোদনের জন্য লাইব্রেরীতে আসে। কিন্তু নামেমাত্র লাইব্রেরীতে তেমন কোন বই নেই। পরিশেষে যে সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়, তাহলো আসবাবপত্রের অভাব। প্রয়োজনীয় বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের এক বেঞ্চে ৭-৮ জন করে বসে ক্লাস করতে হয়।

উপসংহারে বলা যায়, উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান হলে পুরানো ঢাকার মধ্যে এটি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

মোঃ শামছুল আলম (বাচ্চু)